ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.gov.bd

মোটর সাইকেল ঋণ নীতিমালা-২০২২

১। **শিরোনাম: এ নীতিমালা 'ফাউন্ডেশন-এর মোটর সাইকেল ঋণ নীতিমালা-২০২২' নামে অভিহিত হবে।**

২। **সংজ্ঞা:**

ক) ফাউন্ডেশন বলতে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)'-কে বুঝাবে।

খ) 'কর্মকর্তা-কর্মচারী' বলতে ফাউন্ডেশনের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০২২ অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামোভুক্ত সকল নিয়মিত/স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাবে।

গ) বেতনঃ 'বেতন' বলতে কোন কর্মচারীর সংশ্লিষ্ট বেতন স্কেল/গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত মূল বেতন হিসাবে যাহা গ্রহণ করেন এবং ব্যক্তিগত বেতন বা ছুটিকালীন বেতনের সমষ্টিকে বুঝাবে।

ঘ) 'অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) কোন কর্মকর্তা যিনি ফাউন্ডেশনের পক্ষে এ ঋণ মঞ্জুর করবেন।

ঙ) 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা' বলতে ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধান/অধিশাখা প্রধান/অঞ্চল প্রধানকে (যখন যা প্রযোজ্য) বুঝাবে, যার অধীনে আবেদনকারী চাকুরিরত থাকবেন।

৩। **প্রয়োগ:**

ক) এ নীতিমালার শর্তসমূহ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামোভুক্ত সকল নিয়মিত/স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

খ) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত উপজেলা কর্মকর্তা, মাঠ কর্মকর্তাকে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে ফাউন্ডেশনের কাজের স্বার্থে উপরিল্লিখিত যেকোন সমপদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

গ) মাসিক কিস্তি কর্তনের পর ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাপ্ত নীট (Net) বেতন অবশ্যই প্রাপ্য মোট বেতনের (Gross) কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে।

৪। **মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধানঃ**

ফাউন্ডেশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুধুমাত্র ফাউন্ডেশনের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য প্রদেয় ঋণের সিলিং হবে সর্বনিম্ন ১.২০ লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা যা নিম্নে বর্ণিত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Regulated) হবেঃ

ক) দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য মোটর সাইকেল ক্রয় করতে আগ্রহী আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত উপজেলা কর্মকর্তা, মাঠকর্মকর্তাকে এ ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তবে, ফাউন্ডেশনের কাজের স্বার্থে উপরিল্লিখিত যেকোন সমপদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

খ) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গমনের পূর্বে চাকরির মেয়াদ ০৬ বছর অবশিষ্ট থাকলেই কেবল তাঁদের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

গ) মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স ও সার্ভিস রেকর্ড বিবেচনা করা হবে।

ঘ) ঋণ গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে মোটর সাইকেল ক্রয়ের যাবতীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহণকারীকে সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে।

ঙ) মোটর সাইকেল গ্রহণকারী কর্মকর্তা বরাদ্দপ্রাপ্ত মোটর সাইকেল আবশ্যিকভাবে অফিসের কাজে ব্যবহার করবেন। কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অফিসের কাজে মোটর সাইকেল ব্যবহার করা হয় না মর্মে তথ্য/অভিযোগ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ) মোটর সাইকেল সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণকারী কর্মকর্তার উপর থাকবে। মোটর সাইকেল দুর্ঘটনাজনিত সকল দায়-দায়িত্ব মোটর সাইকেল ঋণ গ্রহণকারীকে বহন করতে হবে। চুরি কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কোন দায় ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

চলমান পাতা-২

ছ) মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর অবশ্যই তার নিজ নামে রেজিস্ট্রেশন ও বীমাকরণ সম্পন্ন করতে হবে এবং নিয়মিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি, বীমা ও অন্যান্য খরচ নিজ তহবিল থেকে বহন করতে হবে। মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর সেটির কোনরকম দূর্ঘটনা, চুরি বা ক্ষতিসাধন হলে তার দায়-দায়িত্ব ঋণ গ্রহণকারীকে এককভাবে বহন করতে হবে।

জ) সমুদয় অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মোটর সাইকেলটি ফাউন্ডেশনের নিকট দায়বদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

ঝ) ঋণ উত্তোলনের পূর্বে ঋণ গ্রহণকারীকে ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত জামিননামা (Security Bond) সম্পাদন করে দাখিল করতে হবে। একইভাবে ঋণ গ্রহণকারীকে ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত ফরমে নিশ্চয়তা প্রদানকারী/জামিনদার কর্তৃক অঙ্গিকারনামাও দাখিল করতে হবে।

ঞ) মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারীকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ক্যাশমেমো, রেজিস্ট্রেশন ও বীমা (Insurance) সংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে হবে।

ট) মোটর সাইকেল ঋণ গ্রহণের পর সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বে চাকুরী ত্যাগ করতে চাইলে অথবা চাকুরী থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলে কিংবা চাকুরীচ্যুত করা হলে কিস্তি বাবদ অবশিষ্ট পাওনা টাকা এককালীন ফাউন্ডেশনের অনুকূলে জমা করতে হবে। এককালীন পরিশোধের ব্যর্থতায় তার পাওনাদি থেকে কর্তন এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আদায় করা হবে। কোনভাবেই ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল ফেরত নেয়া হবেনা।

ঠ) ঋণ গ্রহণের পরবর্তী মাস হতে ঋণের কিস্তি কর্তন শুরু হবে। শর্ত থাকে যে, ঋণের সমুদয় কিস্তির টাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর গমনের পূর্বে আদায়যোগ্য হবে। তবে, অনিবার্য কোন কারণে চাকুরীকালীন অর্থ আদায় সম্ভব না হলে অবসরকালীন বিভিন্ন পাওনাদি হতে (বেতন-ভাতাদি, ছুটি নগদায়ন, অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি) অবশ্যই কর্তনপূর্বক সমন্বয় করা হবে।

ড) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্ব-ইচ্ছায় ঋণ আদায়ের নির্ধারিত হারের চেয়েও অধিক হারে অগ্রিম কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে।

ঢ) মাসিক বেতন হতে আদায়যোগ্য অর্থ পূর্ণ অংকের টাকায় নির্ধারণ করা হবে, তবে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তা শেষ কিস্তির সাথে আদায় করা হবে।

ণ) বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন কিস্তির টাকা নগদ অর্থে আদায় করা হবে। যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এরুপ কিস্তির টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন বকেয়া কিস্তির টাকা ছুটির পরে প্রথম প্রদানযোগ্য ভাতা/পাওনাদি হতে এককালীন আদায় করা হবে।

ত) ঋণের সমান ৭২ (বাহাত্তর)টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হবে বিধায় ফাউন্ডেশনের স্বার্থে এ ঋণের উপর ০৬ বছর মেয়াদে ২% হারে সরল সুদে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

থ) ঋণের অংশ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যু অথবা চাকুরী ত্যাগ জনিত কারণে ঋণ গ্রহীতার জামিনদার/উত্তরাধিকারী (গণ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

দ) ঋণ গ্রহণে আগ্রহীদের ঋণের নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরী স্থায়ীকরণের প্রমাণকসহ প্রস্তাবিত ঋণের সমর্থনে নির্ধারিত বাছাই কমিটি ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

ধ) মোটর সাইকেল গ্রহণকারী কর্মকর্তাকে উপরিউল্লিখিত শর্তাবলি গ্রহণ সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে এতদসংক্রান্ত শর্ত সম্বলিত নিজ অঙ্গীকারনামা ও জামিনদারের অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাসহ ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অঙ্গীকারনামায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করবেন।

ন) ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে যেকোন মোটর সাইকেল বিক্রয়কারী ডিলার/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরদাম চূড়ান্ত করে সে অনুযায়ী কোটেশন প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে। ডিলার/প্রতিষ্ঠানের নামে 'হিসাবে প্রাপক' চেক ইস্যু করে তা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কাছে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোটর সাইকেলটি বুঝে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারীকে ক্রয়কৃত মোটর সাইকেলটি হস্তান্তর করার পর সংশ্লিষ্ট ডিলার/প্রতিষ্ঠানকে 'হিসাবে প্রাপক' (Account Payee) চেকটি বুঝিয়ে দিবেন এবং ডিলার/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চেক প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এবং ঋণ গ্রহণকারীর কাছ থেকে মোটর সাইকেল বুঝে নেয়ার প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রহ করে তা অবশ্যই ০৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

৫। **বিবিধ বিধি-বিধান**

১) ঋণের আবেদনের সাথে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জামিনদার/উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সনদ দাখিল করতে হবে।

২) ফাউন্ডেশনের 'হিসাব শাখা'র অধীনে আলোচ্য ঋণ বিতরণ ও যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করা হবে।

৩) যথাযথ প্রক্রিয়ায় এ নীতিমালার যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বাতিল করা যাবে।

৪) এই নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্ধারিত যাচাই-বাছাই কমিটির সমন্বয়ে প্রদেয় ব্যাখ্যা যথাযথ বলে গণ্য হবে।

৫) ঘোষণাঃ

এ নীতিমালার শর্তসমূহ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামোভুক্ত নিয়মিত/স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় কর্মকর্তা/কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণের প্রক্রিয়াকরণ, মঞ্জুরি ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'র মোটর সাইকেল ঋণ নীতিমালা-২০২২ এ বর্ণিত নির্দেশাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৬। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের ৫১তম সভার ১০ (খ) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ নীতিমালা জারি করা হলো।

04/06/2022

মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ০২-৮১৮০১৫০
মোবাইল নং-০১৭৬৯৫৯৪২০০
E-mail: info@sfdf.gov.bd

৪